গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moa.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১১২-তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ২৫ এপ্রিল ২০২৪
সময় : বেলা ০২.০০টা
স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য প্রধান বীজতত্ত্ববিদ'কে আহবান জানালে তিনি সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১১-তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ১১১-তম সভা ০৯ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী ২৩/০১/২০২৪ তারিখে ০৯ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে সদস্য সবাই একমত পোষণ করেন।	(১) জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১১-তম সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হলো। (২) বোর্ডের সভায় পূর্ববর্তী কোনো সিদ্ধান্ত, আইন, বিধিমালা, পরিপত্র বা নির্দেশনায় কোনো ধরণের সংশোধনী থাকলে তা সভার পূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিতভাবে মতামত প্রেরণের জন্য সকল সদস্যদের অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২। পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

পূর্ববর্তী সভার বিষয়	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/সিদ্ধান্ত
(২.১) 'Seeds Without Borders' প্রটোকল এর আওতায় ভারতীয় পাটের জাত 'জেআরও-৫২৪' আমাদের দেশে ছাড়করণ।	ভারতীয় তোষা পাটের জাত জেআরও-৫২৪ এবং জেআরওবিএ-৩ বাংলাদেশে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ছাড়করণের জন্য বিজেআরআই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	**বাস্তবায়নের অগ্রগতি :** ভারত হতে তোষাপাটের জাত জেআরও-৫২৪ এর প্রজননবীজ সরবরাহ প্রক্রিয়াধীন থাকায় দেশে প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদন বিলম্ব হচ্ছে। 'Seeds Without Borders' প্রটোকল এর আওতায় ভারত আমাদের দেশের ৯টি ধানের জাত ছাড়করণ করেছে। বর্ণিত প্রটোকলের আওতায় ভারত হতে জেআরও-৫২৪ এর প্রজননবীজ সরবরাহ বিলম্ব হলেও এর বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও আমদানিতে কোনো বাধা নাই। তাছাড়া ভারত ১৯৭৭ সালে জাতটি ছাড়করণ করার পর ৪৭ বছর অতিবাহিত হওয়ায় এর DUS Test করার প্রয়োজনীয়তা নাই। আমাদের দেশে জাতটি জনপ্রিয় হওয়ায় প্রতিবছর বীজ আমদানি করে আমাদের দেশে পাট উৎপাদন করা হয়। চলতি মৌসুমে বিএডিসি বাছাইকরণ প্রক্রিয়ায় আলাদা করে জেআরও-৫২৪ জাতের মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করেছে। বর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

		সিদ্ধান্ত : (১) আসন্ন মৌসুমে বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত ভারতীয় তোষা পাট 'জেআরও-৫২৪' এর মানঘোষিত বীজ বাজারজাত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (২) বাংলাদেশ হতে যেকোনো ফসলের জাত দেশের বাইরে ছাড়করণের বিষয়ে কিংবা দেশের বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো ধরণের আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে।
(২.২) আলু ফসলকে অনিয়ন্ত্রিত হিসেবে ঘোষণার বিগত ৩ বছরের ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।	(১) আলু ফসলকে রপ্তানিমুখী ও প্রক্রিয়াজাতকরণকে গতিশীল করতে অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে ঘোষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রতিবেদন এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসের মধ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। উপকমিটিকে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করতে হবে। (২) উপকমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন বোর্ডে উপস্থাপনের পর আলুর নতুন জাত নিবন্ধন বা ছাড়করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	**বাস্তবায়নের অগ্রগতি :** কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকমিটির প্রতিনিধি সভায় জানান আলু ফসলকে অনিয়ন্ত্রিত ঘোষণার পর ২০১৯-২০২৩ সালে ৯৪টি জাত নিবন্ধিত হয়েছে তার মধ্যে কমিটি মাঠে ৩৫টি জাতের আলু চাষাবাদের তথ্য পেয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পর রিডিউসিং সুগার ও ড্রাইম্যাটার কনটেন্ট এর তথ্য জানার জন্য বারি'র পোস্ট হারভেস্ট ল্যাবরেটরিতে নমুনা প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির পর কমিটি আলু ফসলকে অনিয়ন্ত্রিত করার ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **সিদ্ধান্ত** : (১) আলু ফসলের অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসাবে ঘোষণার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। (২) কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় আলু ফসলকে অনিয়ন্ত্রিত হিসেবে ঘোষণার ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
(২.৩) বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ৮টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধন।	(১) বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য প্রস্তাবিত জাতগুলোর অ্যামাইলোজ এর পরিমাণ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে নির্ণয় করে এর মান এবং প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে। (২) এছাড়াও প্রস্তাবিত জাতগুলোর নমুনা ধান/চাল জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় সদস্যদের প্রদর্শনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (৩) জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির এমাইলোজের তথ্যে এবং	**বাস্তবায়নের অগ্রগতি :** পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সভায় জানান বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য প্রস্তাবিত ৮টি জাতের মধ্যে ৭টি জাতের সংগৃহীত নমুনা থেকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে অ্যামাইলোজ এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় প্রস্তাবিত জাতগুলোর মধ্যে এসিআই ফরমুলেশন হাইব্রিড ধান৫ (ACI2019) এর অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৪.৩% হওয়ায় জাতটি নিবন্ধনের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	বৈশিষ্ট্যাবলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। (৪) পরবর্তীতে ধানের জাত নিবন্ধন/ছাড়করণের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত এ্যামাইলোজ এর পরিমাণের তথ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যাচাই করে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে। এছাড়াও প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ/সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নমুনা ধান/চাল জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বোর্ডের সদস্যদের নিকট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি উপস্থাপন করবে এবং বর্ণিত বিষয়গুলো ধানের জাত নিবন্ধন/ছাড়করণের সংশোধিত গাইডলাইনে উল্লেখ করে দিতে হবে।	**সিদ্ধান্ত** : বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত এসিআই ফরমুলেশন হাইব্রিড ধান৫(ACI2019) জাতটি সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।
(২.৪) নার্সারীর চারা কলমের প্রতারণা রোধ বিষয়ক।	(১) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কোনো সরকারি কর্মচারী বীজ বা চারা/কলমের চটকদার বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করে কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। (২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ যাবত সারাদেশে জেলাওয়ারি নিবন্ধিত নার্সারির ১টি তালিকা জাতীয় বীজ বোর্ডে সরবরাহ করবে। (৩) নার্সারীর চারা/কলমের প্রতারণা রোধে করণীয় বিষয়ে দপ্তর সংস্থার সমন্বয়ে মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ সভা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	**বাস্তবায়নের অগ্রগতি** : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, ডিএই'র হর্টিকালচার উইং এ সারাদেশে নিবন্ধিত ২১,০০০ নার্সারির তালিকা রয়েছে। এই নার্সারিগুলো ২০০৮-০৯ সালে নিবন্ধন করা, নিয়মানুযায়ী ৫ বছর মেয়াদ থাকে। পরবর্তীতে গাইডলাইনে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকায় নিবন্ধিত নার্সারিসমূহ হালনাগাদ করা সম্ভব হয়নি। আমরা নার্সারি গাইডলাইন হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি নার্সারি নিবন্ধনের কাজ পুনরায় শুরু করেছি। ডিএই'র প্রতিনিধি আগামী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় আমরা সারাদেশে নিবন্ধিত নার্সারির হালনাগাদ তালিকা উপস্থাপনের জন্য সময় প্রার্থনা করেন। **সিদ্ধান্ত** : নার্সারি গাইডলাইন হালনাগাদ করে নার্সারি নিবন্ধন কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আলোচ্য বিষয় ৩: Bangladesh National Trade Facilation Committee (NTFC) এর ৭ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনা।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
WTO এর Agreement on Trade Facilitation (TFA) এর নিমিত্ত Bangladesh National Trade Facilation Committee (NTFC) এর ৭ম সভায় বীজ বিধিমালা, ২০২০-এর ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় সদস্যগণ আলোচনা করেন এবং বীজ বিধিমালা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	(১) বীজ বিধিমালা, ২০২০ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশের বিষয়ে মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

আলোচ্য বিষয় ৪: বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রস্তাবিত ০১ (এক)টি মেস্তা পাটের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) প্রস্তাবিত বিজেআরআই মেস্তা৫ (SM-2) কৌলিক সারিটি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বিশুদ্ধ সারি নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে ৪টি অনস্টেশন এবং ৬টি অনফার্মসহ মোট ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১০ টি স্থানের টায়ালে ১০ টি স্থানেই চেক জাত এর চাইতে ন্যূনতম ৮% বেশি আঁশের ফলন পাওয়া গেছে। মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির আঁশের গড় ফলন ২.৩৫ টন/হেক্টর ও চেক জাত বিজেআরআই মেস্তা৩ এর আঁশের গড় ফলন ২.১১ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ১১৮দিন ও চেক জাতের জীবনকাল ১১৮দিন। বিভিন্ন অঞ্চলে রোগবালাই এর আক্রমণ পর্যালোচনা করে মাঠ মূল্যায়ন দল জাতটিতে রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ চেক জাতের তুলনায় কম পেয়েছে। প্রস্তাবিত ও চেক জাতের গড় উচ্চতা ও গোড়ার ব্যাস যথাক্রমে ২.৫১মিটার ও ১৫.৯৩ মি.মি. এবং ২.০২ মিটার ও ১৪.২২ মি.মি। এ জাতের কান্ড সবুজ, পর্ব (Node) বেগুনি বর্ণের, কান্ড সবুজ ও কান্ডে হাল্কা রোম (Hair) বিদ্যমান, পাতা করতলাকৃতি এবং পত্রবৃন্তের উভয় প্রান্তে বেগুনি ছোপ আছে। পাতা সবুজ এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১.৩৩। পত্রবৃন্তের উভয় প্রান্তে বেগুনি ছোপ আছে। ফুল হাল্কা হলদে রঙের, ভেতরে মাঝখানে বেগুনি রঙের। ফল ডিম্বাকৃতির। বীজ কিডনি আকৃতির ও বাদামী রঙের, প্রতি হাজার বীজের ওজন ১৮.১২ গ্রাম (১০% MC)। চলতি নাম মরু মেস্তা (Moru Mesta)। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত বিজেআরআই মেস্তা৩ হতে ২৫ টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ১। (4) Length-breath ratio, ২। (7) Leaf pubescence, ৩। (8) Petiole color, ৪। (9) Petiole length, ৫। (12) Flower color, ৬। (17) Pigmentation of fruits (calyx and epicalyxes), ৭। (19)Fruit pubescence এবং ৮। (24) 1000 seed weight (Actual weight at10% moisture content) এ ৮টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে। বিজেআরআই প্রস্তাবিত SM-2 লাইনটি বিজেআরআই মেস্তা৫ হিসেবে সারাদেশে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত SM-2 কৌলিক সারিটি "বিজেআরআই মেস্তা৫" হিসেবে সারাদেশে ছাড়করণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৫: বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রস্তাবিত ১(এক) টি তোষা পাটের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর প্রস্তাবিত বিনা তোষা পাট১ (BJM-10-1-5) কৌলিক সারিটি ভারতীয় তোষাপাটের জাত জেআরও-৫২৪ এর উপর গামা রশ্মি প্রয়োগ করে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে খরিফ-১ মৌসুমে ৪টি অনস্টেশন এবং ৬টি অনফার্মসহ মোট ১০টি স্থানের ট্রায়ালে ৪টি অনস্টেশন এবং ৫টি অনফার্ম সহ মোট ৯ টি স্থানে চেক জাত এর চেয়ে ন্যূনতম ৮% বেশি আঁশের ফলন পাওয়া যায়। মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির আঁশের গড় ফলন ৪.১৭ টন/হেক্টর ও চেক জাত বিজেআরআই মেস্তা৩ এর আঁশের গড় ফলন ২.৫৬ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ১১৮দিন ও চেক জাতের জীবনকাল ১১৮দিন। বিভিন্ন অঞ্চলে রোগবালাই এর আক্রমণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত জাতটিতে রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। প্রস্তাবিত জাতের গড় উচ্চতা ৩.৭১ মিটার ও গোড়ার ব্যাস ১৯.৩৪ মি.মি.। জাতটি আগাম বপন উপযোগী (মার্চ এর তৃতীয় সপ্তাহ-এপ্রিল)। বীজ ধূসর বর্ণের এবং এক হাজার দানার ওজন ১.৮৩ গ্রাম (১০%এম.সি.) । পাতা মসৃণ এবং আকৃতি গোলাকার লেন্সাকৃতি বিশিষ্ট। মাতৃজাত জেআরও-৫২৪ অপেক্ষা উন্নত আঁশ বিশিষ্ট (অধিকতর উজ্জ্বল এবং শক্ত)। বীজ উৎপাদন এর জন্য আগস্ট মাসে কাটিং লাগিয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কর্তন করা যায়। প্রতি পডে ১৯০-২২৫টি বীজ থাকে যা মাতৃজাত হতে ৩০-৫০টি বেশি। প্রস্তাবিত জাতটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত BJM-10-1-5 কৌলিক সারিটি "বিনা তোষাপাট১" হিসেবে সারাদেশে ছাড়করণের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত JRO-524 হতে ১৬ টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে **১।** (5) Leaf length-breath ratio, **২।** (10) Days to first flowering, **৩।** (11) Days to flowering of 50% plants, **৪।** (14) Seed coat color এবং **৫।** (15)1000 seed weight Actual weight at10% moisture content এ ৫ টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে। বিনা প্রস্তাবিত ১(এক) টি তোষাপাটের কৌলিক সারি BJM-10-1-5 বিনা তোষাপাট১ নামে সারাদেশে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

আলোচ্য বিষয় ৬: বীজ আলু বীজমান ও মাঠমান সংশোধন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
সম্প্রতি আলু বীজ উৎপাদনে ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতির পরিবর্তে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদনের বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। নোটিফাইড ও নন-নোটিফাইড ফসলের বীজ মান ও মাঠ মান নির্ধারণ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল, ২০১০ এ ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজ আলুর বীজমান ও মাঠমান প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু বীজ বিধিমালা, ২০২০ এ টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ আলুর বিভিন্ন শ্রেণির মাঠমান ও বীজমান বীজ ব্যবহারের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ম্যানুয়াল এবং বীজ বিধিমালা ২টি মাধ্যমেই বীজ আলুর বীজমান এবং মাঠমান এর বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্যারামিটারে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। বীজ বিধিমালায় উল্লিখিত বীজ আলুর বীজমান ও মাঠমান সময়োপযোগী এবং মানসম্পন্ন হওয়ায় কারিগরি কমিটি ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতিতে বীজ আলু উৎপাদনের জন্য বর্ণিত বীজমান ও মাঠমান অনুসরণ করার জন্য সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) টিস্যু কালচার এবং ক্লোনাল সিলেকশন পদ্ধতিতে বীজ আলু উৎপাদনের জন্য "নোটিফাইড ও নন-নোটিফাইড ফসলের বীজ মান ও মাঠ মান নির্ধারণ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল, ২০১০" এর বর্ণিত বীজমান ও মাঠমান এর পরিবর্তে বীজ বিধিমালা, ২০২০-এ বর্ণিত বীজমান ও মাঠমান ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হলো। (২) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি সকল দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে "নোটিফাইড ও নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান নির্ধারণ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল, ২০১০" সময়োপযোগী করে হালনাগাদ করে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৭: উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এনএসবি এর ১০৯তম সভায় অনুমোদিত গাইডলাইনসমূহে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তিকরণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
০২ মার্চ, ২০২৩ এ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় ইনব্রিড ধান, হাইব্রিড ধান ও ইনব্রিড গম এর জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির সংশোধিত গাইডলাইনসমূহ অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত গাইডলাইন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গাইডলাইন-এর সংশোধিত বিষয়গুলোর অনুমোদন-এর প্রমাণপত্র না পাওয়ায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে পত্র প্রেরণ করা হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কারিগরি কমিটিতে পুনরায় গাইডলাইন-এর সংশোধিত বিষয়সমূহ আলোচনা করে সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণ করে। নতুন প্রস্তাবিত গাইডলাইনে আউশ ও আমন মৌসুমের নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের এফ-১ বীজ আমদানির সুযোগ ১২(বারো) বছর থেকে কমানোর অনুরোধ জানান। সভায় কোম্পানির প্রতিনিধি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সভায় গাইডলাইনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ইনব্রিড-হাইব্রিড ধান ও গমের জাত নিবন্ধন ও ছাড়করণ বিষয়ে প্রস্তাবিত গাইডলাইন সংশোধনী অনুমোদন দেয়া হলো। তবে আউশ ও আমন মৌসুমে ইতোপূর্বে (২৫/০৪/২০২৪ তারিখের পূর্বে) নিবন্ধিত হাইব্রিড জাতের এফ-১ বীজ ১২(বারো) বছর পর্যন্ত আমদানি করা যাবে এবং ২৫/০৪/২০২৪ তারিখ বা পরবর্তীতে নিবন্ধিত জাতের বীজ ৮(আট) বছর পর্যন্ত আমদানি করা যাবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক দপ্তর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আলোচ্য বিষয় ৮: বোর্ড বা বোর্ডের অধীন গঠিত কমিটির বেসরকারি সদস্যগণের ভাতা প্রদান।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি ৪ এ অনুযায়ী সভায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য বোর্ড বা বোর্ডের অধীন গঠিত কমিটির সদস্যগণ সরকারি কর্মচারী না হইলে, তিনি সরকার কর্তৃক সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত সাধারণ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হইবেন। জাতীয় বীজ বোর্ড এবং তাঁর অধীন ২টি কমিটি (সিড প্রমোশন কমিটি ও কারিগরি কমিটি)তে প্রায় ১৬ জন বেসরকারি সদস্য- যশোর, টাঙ্গাইলসহ দেশের বিভিন্ন স্থান হতে সভায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের কোনো প্রকার ভাতা প্রদান করা হয় না। এ বিষয়ে বীজ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ মুহা: আজহারুল ইসলাম বোর্ডের সকল সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জাতীয় বীজ বোর্ড বা বোর্ডের অধীন গঠিত কমিটির বেসরকারি সদস্যগণের ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা নির্ধারণের সাধারণ আদেশ জারি এবং ভাতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

পরিশেষে, সভাপতি সভায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২/৫/২৪

ওয়াহিদা আক্তার
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১২-তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের হাজিরা

সভার তারিখ : ২৫ এপ্রিল, ২০২৪; সময়: দুপুর ২.০০ ঘটিকায়
স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (কক্ষ নং-৫১৭), কৃষি মন্ত্রণালয়।
সভাপতি : সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল নং ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি চেয়ারম্যান বিএডিসি	01716879227	[signature] ২৫/০৪/২৪
২	বাদল চন্দ্র বিশ্বাস DG, DAE	01718019605	[signature] ২৫/০৪/২০২৪
৩	ড. মো: শাহজাহান কবীর DG, ব্রি	01712280083	[signature] ২৫/৪/২০২৪
৪	ড. দেবাশীষ সরকার মহাপরিচালক বারি	01712-298... dspsarker@gmail.com	[signature] ২৫.০৪.২৪
৫	ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম মহাপরিচালক, বিনা	01716-280720 dg@bina.gov.bd	[signature]
৬	ড. মো. আবদুল আউয়াল মহাপরিচালক, BJRI	01713-516217 dg@bjri.gov.bd	[signature]
৭	ড. মো: ওমর আলী DG, BSRI	01712-543726 omaralibsri@gmail.com	[signature]
৮	মো: জালাল উদ্দীন DG, SRDI	01742-179622 mdjalaluddin67@gmail.com	[signature]
৯	ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব নির্বাহী পরিচালক, CDB	০১৭১১২২৭০৫৪ ed@cdb.gov.bd	[signature] ২৫.৪.২৪
১০	মোহাম্মদ সাহেদ সারোয়ার পরিচালক, এসসিএ	০১৭১০৯৮৫৮৭৭ director@sca.gov.bd	[signature] ২৫/৪/২৪

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল নং ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১	ড. মোঃ আবদুল জলিল সদস্য-পরিচালক (শস্য) বিএআরসি	01552398507	Jalal 25/04/2024
১২	ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পরিচালক (গবেষণা) সি.সি. ব্রি, গাজীপুর	01715-752595 zamanmk64@Yahoo.co.UK	zaman 25/8/2024
১৩	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা -সিএসও, প্রজনন বিভাগ বিজেআরআই, ঢাকা।	01715445685 mostofabjri@gmail.com	25/8/2024
১৪	দেবদাস সরকার সহযোগী পরিচালক (বীজ) বিএডিসি	01712368063 debdasbadc@gmail.com	25/08/2024
১৫	আনোয়ার [illegible] [illegible] (বীজ)	01711564572	25/4/24
১৬	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সদস্য পরিচালক বিএডিসি	01711111164	25.08.24
১৭	Md. Shahjahan Ali Senior Vice President Bangladesh Society of Seed Technology (BSST)	01730013391 alliedmsali@yahoo.com	25/4/2024
১৮	কৃষিবিদ মুহ. আনোয়ারুল ইসলাম বীজ বিশেষজ্ঞ ও সদস্য, জাতীয় বীজ বোর্ড	০১৭১১-৫৫৮২২১	25/8/24
১৯	মো: আবু জুবায়ের [illegible] যুগ্মসচিব, বীজ উইং, MOA		
২০	মোহাম্মদ মাসুম	০১৭১১৫২২৬৬০	মাসুম 25/8/2024
২১	ড. মো: আবদুর রাজ্জাক নির্বাহী পরিচালক BSA	01714179831	25/8/24
২২	সুধীর চন্দ্র নাথ বিভাগীয় ~~[illegible]~~ ডিরেক্টর [illegible] বীজ	০১৭০৮৬৬৭৫৭৯	25/08/2024
২৩	মো: আমিনুল হক এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর [illegible]	01714-106718	25/04/24

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল নং ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
২৪	ড. মোঃ রেজাউল করিম পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং ডিএই	01733719542 Kbdmrkareim@gmail.com	
২৫	ড. মো. মনিরুল ইসলাম উপপরিচালক (বীজ), ডিএই	0171201035 mmi75@Live.com	
২৬	ড. মলয় চৌধুরী অত: সচিব (সম্প্রসারণ)	01814301833	
২৭	নাজিয়া শিরিন যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	01713025535	
২৮	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রাশেদ হোসেন প্রধান, GPB, বাকৃবি	01783 281 505	
২৯	রেবেকা পারভীন, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	01742413244	
৩০	মোহাম্মদ এনায়েত-ই-রাব্বি উপপরিচালক (মান নিয়ন্ত্রণ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	০১৭২০৬৯১৯৯৭ rabbidae@gmail.com	
৩১	ড. সাকিনা খানম, সিএসও বিনা, ময়মনসিংহ	০১৭৬১৫৫৮২৬২ sakina_khanam2003@yahoo.com	
৩২	মো. সামিউল হক, উসবসও বিনা, ময়মনসিংহ	০১৭১৭৮৯৭৭৫৬ shamiulhaq123@gmail.com	
৩৩	মানিক চন্দ্র কর্মকার সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	01718018710 mckarmoker@gmail.com	
৩৪	ড. মো: আবতার হোসেন খান প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	01816195277 cst@moa.gov.bd	
৩৫			
৩৬			